৭২

দৈনিক বাংলা

তারিখ ৩০ NOV 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন

বৃহস্পতিবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির এক সভায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রায় ২০০০ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেশের শিক্ষার উন্নয়ন ও বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করেই যে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুমোদন করা হয়েছে সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

প্রাথমিক শিক্ষাই আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মূলভিত্তি। এই ভিত্তিকে তাই স্বাভাবিক কারণেই মজবুত করা এবং এই ব্যবস্থাকে দেশজুড়ে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় প্রাথমিক শিক্ষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন ছিল এখন পর্যন্ত ততটা করা হয় নি, মূল সমস্যা অবশ্য অর্থনৈতিক। আমাদের সহায়সম্বলের অভাব। এ কারণে এখন পর্যন্ত সারাদেশে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। দেশে এখনো এমন এলাকা রয়েছে যার আশেপাশে দশমাইলের মধ্যেও কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। সেখানকার লোক এখন পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো অনেক সমস্যা আছে। দেশে যে সব প্রাথমিক স্কুল রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশ সরকারী হলেও বেশকিছু স্কুল বেসরকারী খাতে পরিচালিত হয়। বেসরকারী খাতের স্কুলগুলোর অবস্থা করুণ। সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। যারা শিক্ষকতা করেন তাদের বেতন অনিয়মিত। কখানো কখনো মাসের পর মাস তাদের বেতন জোটে না। ঐ স্কুলগুলোর অধিকাংশেরই দশা জীর্ণ। কোন কোনটার চেয়ার বেঞ্চ নেই; কোন কোনটার বেড়া নেই, কোন কোনটার চাল পর্যন্ত নেই। গাছতলায় ক্লাস নেয়ার ঘটনাও ঘটে থাকে এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোর অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। তা সত্ত্বেও একটি প্রাথমিক স্কুল যথাযথভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্য যে সব সরঞ্জাম, পাঠাগার ও শিক্ষক প্রয়োজন– সেগুলোর অভাব রয়েছে। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক স্কুল ভবনও কাঁচা অর্থাৎ টিনের তৈরী। কোন কারণে সেগুলো ভেঙ্গে পড়লে বা মেরামতের প্রয়োজন হলে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করতে হয়। সব মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার বিরাজমান ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। তাই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের উপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

বর্তমান সরকার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সে কারণে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নকেও যথাযথ প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছে। সে কারণেই একনেক প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। আমাদের বিশ্বাস, এই অর্থ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা সমাধানে এবং উন্নয়নে মূল্যবান অবদান রাখবে।